রূপকল্প ২০২১ শিল্প মন্ত্রণালয়: সমৃদ্ধি ও সাফল্যের তিন বছর

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অভীষ্ট লক্ষ্য , উদ্দেশ্য ও কৌশল

স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই শিল্প মন্ত্রণালয় আজ সমৃদ্ধি ও সাফল্যের এই অবস্থানে পৌঁছেছে। সে ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প ২০২১ গ্রহণ করেছে এবং এর আওতায় ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এ লক্ষ্যে শিল্প উদ্যোক্তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে শিল্প আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে শিপ বিল্ডিং, শিপ ব্রেকিং ও শিপ রিসাইক্লিং শিল্পকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিত করার জন্য শিপ ব্রেকিং ও রিসাইক্লিং বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়াও বর্তমান সরকার প্রথমবারের মত জাতীয় লবণনীতি-২০১১ ঘোষণা করেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বিগত তিন বছরে ৬টি কারখানার মাধ্যমে ৩০,৭৭,৫৫৮ মেট্রিক টন ইউরিয়া ১,১৪,৯৬৯ মেট্রিক টন ডিএপি এবং ১,৬১,৪২৫ মেট্রিক টন টিএসপি সার উৎপাদন করেছে। স্থানীয় চাহিদা নিরসনে ৪২,৯৪,৩৮০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানি করা হয়েছে। কৃষককে সাশ্রয়ী মূল্যে ও যথাসময়ে সার সরবরাহের জন্য কৃষক পর্যায়ে কয়েক দফা মূল্য কমিয়ে প্রতিকেজি টিএসপি এবং ডিএপি সারের মূল্য যথাক্রমে ২০ ও ২৫ টাকা করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ এ ক্ষমতা গ্রহণের সময় কৃষক পর্যায়ে প্রতিকেজি টিএসপি এবং ডিএপি সারের ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ৩৮ ও ৪৩ টাকা ছিল। উল্লেখ্য বিগত সরকারের আমলে সারের দাবীতে ১৮ জন কৃষক প্রাণ দিয়েছিল। কৃষকরা তখন সারের পিছনে ঘুরতো। বর্তমানে সার-ই কৃষকের পিছনে ঘুরছে। মূলতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত তিন বছরে দেশে কোন সার সংকট হয়নি।

নতুন শিল্প স্থাপন

দীর্ঘ ২২ বছর পর বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণের জন্য চীনের সঙ্গে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুয়ায়ী, চীন কারখানাটি নির্মাণে বাংলাদেশ সরকারকে ৩ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকা যোগান দেবে। চীনের এক্সিম ব্যাংক বার্ষিক দুই শতাংশ সুদে এ ঋণ সহায়তা দেবে। ২০ বছরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধ করা হবে। কারখানাটি স্থাপনে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। বাকি অর্থ বাংলাদেশ সরকার যোগান দেবে। শাহজালাল সার কারখানায় প্রতিদিন ১ হাজার ৭৬০ মেট্রিক টন হিসেবে বছরে ৫ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হবে। পাশাপাশি এ কারখানায় প্রতিদিন ১ হাজার মেট্রিক টন হিসেবে বছরে ৩ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী চীনা প্রতিষ্ঠান মেসার্স কমপ্লান্ট ৩৮ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সার কারখানা নির্মাণ করে তা উৎপাদনরত অবস্থায় বিসিআইসি'র কাছে হস্তান্তর করবে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অর্জন

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত ঘরে ঘরে চাকরি প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১২০.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় দরিদ্র যুবক-যুবতিদের হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এ পর্যন্ত ২৫৪০ জন পুরুষ ও ২২৬৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫৮৬ জন পুরুষ এবং ৬৩৪ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১২২০ জনকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় চাকরি প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার যুবক যুবতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্ম-কর্মসংস্থান করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় গত ০৩ বছরে ২৬০১ জন নিয়োগ করে কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

অটোমোবাইল শিল্পে সাফল্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে জাপানের মিৎসুবিশি মোটরস কোম্পানীর চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বিলাসবহুল পাজেরো স্পোর্টস জিপ (সিআর-৪৫) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে সংযোজন করা হচ্ছে। বিগত তেত্রিশ বছরে এবারই প্রথম মিতসুবিশি থেকে একটি গাড়ি সংযোজন করে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদন পাওয়া যায়। দেশে ইঞ্জিনসহ পূর্ণাঙ্গ মোটর সাইকেল উৎপাদন এবং সিডান কার সংযোজনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন

এসএমই খাতের বিকাশে এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই ফেয়ার, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নারীদের এসএমই খাতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জাতীয় নারী এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় এসএমই ফাইনান্সিং ফেয়ার ও ব্যাংকার উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, এসএমই এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FSMS) সহ এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসএমই উদ্যোক্তাদের অনুকূলে এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় উৎপাদন ব্যবসার সাথে জড়িত নির্দিষ্ট এসএমই উদ্যোক্তা গ্রুপ, ক্লাস্টার, সাব-সেক্টর ইত্যাদির উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সহজশর্তে ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এসএমই প্রোডাক্ট ডিসপ্লে এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করেছে। বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের জন্য ২৪ হাজার কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন

বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড ও টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) এর তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল মেট্রোলজি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ও বস্ত্র পরীক্ষার জন্য নতুন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহায়তায় বিএসটিআই ISO 9000, 14000, 22000 সার্টিফিকেশন প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান অল্প ব্যয়ে ISO সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারবে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন বিভিন্ন আইনের আওতায় ৮৬৭০ টি ভ্রাম্যমান আদালত ও সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ১১,৬৪০ টি মামলা দায়ের করে ১২,২৫,৪৯,৫৪০ টাকা জরিমানা আদায় ও ১৩৮ জন অপরাধীকে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বিএসটিআই এর কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল ও বায়োলজীক্যাল ফিল্ডের ফুড, মাইক্রোবায়োলজী, সিমেন্ট এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহকে আন্তর্জাতিক মান ISO/IEC17025 অনুযায়ী উন্নীত করায় ভারতের NABL বিএসটিআই-কে Accreditation প্রদান করে। এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) ইতোমধ্যে Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এবং Pacific Accreditation Corporation (PAC) এর সহযোগী সদস্য পদ অর্জন করেছে।

ট্যানারী শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশ বান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভারে চামড়া শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ চলছে। হাজারীবাগের ট্যানারী শিল্পসমূহের স্থানান্তর ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বিসিক কর্তৃক ঔষধ শিল্পপার্ক, গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, মিরসরাই এ বিসিক শিল্পনগরী, রংপুরে শতরঞ্জি শিল্প উন্নয়ন, সিরাজগঞ্জে বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপন, কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপনের কাজ চলছে। লবণ চাষীদের সুরক্ষায় জাতীয় লবণ নীতি-২০১১ প্রণয়ন করার প্রেক্ষিতে লবণ উৎপাদনে এসেছে ব্যাপক সাফল্য। দেশে সাড়ে ১৩ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭ লাখ ০৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আখচাষ ও চিনিশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের পুরাতন চিনিকলের যন্ত্রপাতি স্থাপন, চিনিকলের উপজাতভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন সংক্রান্ত কাজ এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই রাসায়নিক সার টিএসপি ও এমওপি এর মূল্যহ্রাস করায় আখচাষীরা পুনরায় আখ চাষে আগ্রহী হয়েছে। আখচাষীদের নিকট আখচাষ লাভজনক হিসেবে উপস্থাপনের জন্য বর্তমান সরকার চলতি মাড়াই মৌসুমে মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতি কুইন্টাল ২৫০ টাকা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে সকল চিনিকলে ডিজিটাল পূর্জি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে আখচাষী এখন এসএমএস এর মাধ্যমে নির্ধারিত মোবাইল ফোনে আখ সরবরাহের অর্ডার পেয়ে যাচ্ছেন। এ পদ্ধতি দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় আনার কাজসহ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের যুগোপযোগীকরণ কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ায় ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানগুলি গতিশীল হচ্ছে। শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করতে বয়লার পরিদর্শকের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান দক্ষ জনশক্তি তৈরী করছে। ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (TICI), বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এসিসটেন্স সেন্টার (BITAC), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM), স্মল এ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (SCITI) এর মাধ্যমে কারখানা, উদ্যোক্তা এবং সাধারণ পর্যায়ে দক্ষ ব্যবস্থাপক ও কর্মী তৈরির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২রা অক্টোবর ২০১১ ঢাকার রুপসী বাংলা হোটেলে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন। এই আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। এছাড়া প্রতি বছর ২রা অক্টোবরকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। বিগত ৩ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার মোট ৬৩০৬ জন কর্মকর্তা দেশে এবং ৩৫৭ জন বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে অগ্রগতি

ট্রেডমার্কস আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। পেটেন্ট আইন ও ডিজাইন আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ট্রেডমার্কস বিধি, ২০১১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক Vetting এর কাজ প্রায় শেষের পথে। Utility Model Law, 2011, Layout Design (topographies) of Integrated Circuit Law, 2011 এবং Protection of Undisclosed Information Law, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছে। খসড়া Geographical Indications (GI) Act, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহযোগিতায় বিগত ১৯, ২০ জুলাই, ২০১০ বাংলাদেশে "WIPO Regional Forum on Intellectual Property for the Policy Makers of the Least Developed Countries (LDCs) of Asia and the Pacific Region" এর আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নে সাফল্য

বর্তমান সরকারের গত তিন বছরে ভারত, ডেনমার্ক এবং সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া তুরস্কের সাথে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা প্রতিনিধিদলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নেগোশিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। "Application of Green Technology in SME Sector for Sustainable Industrial Development of Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং SAARC Agreement on Implementation of Regional Standards এবং SAARC Agreement on Multilateral Assessment on Recognition of Conformity Assessment এর খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য SAARC Expert Group এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৭তম SAARC সম্মেলনে চুক্তি দু'টি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডি-৮ শিল্পমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন ২০০৯ সালে ইরানে এবং ২০১১ সালে তুরস্কের পর শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ'বছর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের সফলতা

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে স্বনামধন্য সানোফি এভেনটিস, ইউনিলিভার লিঃ বাংলাদেশ ও কাফকোর মত বৃহদাকার শিল্প কারখানা। এসব কারখানা একদিকে যেমন করছে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান, অপরদিকে সামাজিক চাহিদা মেটাতে অবদান রাখছে উৎপাদিত পণ্য বিপননের মাধ্যমে।

শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য গবেষণা

যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও ব্যক্তিখাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন অধিশাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিল্পবান্ধব শুল্ক কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ৯ এবং ২৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে দু'টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অটোমোবাইল সেক্টরের উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত রোডম্যাপ ও এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। Industrial Biotechnology Action Plan প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসার

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়। রাষ্ট্রায়াত্ব সকল চিনিকলে ডিজিটাল বা ই-পুর্জি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে আখ চাষীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মিল হতে আখ সরবরাহের আদেশ পান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যবস্থা চালু করেন। পদ্ধতিটি নয়াদিল্লীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি পুরস্কার Manthan Asia Award-2010 পেয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় আনা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ ■ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ■ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ■ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন ■ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ■ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র ■ বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন ■ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ■ ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন ■ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ■ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ■ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ■ এসএমই ফাউন্ডেশন

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশনাটি নিবেদিত